Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-Iv, published on October 2023, Page No. 191 – 200
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

অসীম রায়ের ‘অনি’ গল্পে তরুণ-যুবদের সংগ্রাম ও আদর্শের দ্বন্দ্ব

মোনাব মণ্ডল
গবেষক, বাংলা বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : monabmondal78@gmail.com

Received Date 10. 09. 2023
Selection Date 14. 10. 2023

Keyword

Impact of Naxalbari Peasant Movement (নকশালবাড়ি কৃষক আন্দোলনের প্রভাব), Revolutionary Activities (বিপ্লবী কর্মকাণ্ড), Selfless Youth (স্বার্থত্যাগী যুব-সম্প্রদায়), Socialism (সমাজবাদ), Reactive (প্রতিক্রিয়াশীল), Selfish & Self-Centered People (স্বার্থপর ও আত্মকেন্দ্রিক মানুষ), Self-Establishment (আত্মপ্রতিষ্ঠা), Paper Reporter (কাগজের রিপোর্টার), Communist (কমিউনিস্ট), Feudal Social System (সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা), The Escapist Attitude of the Middle Class (মধ্যবিত্তির পলায়নবাদী মনোভাব)।

Abstract

The story 'Ani' of Ashim Roy was published in 'Des' patrika in March 1971. As a reporter, Asim Roy observed the victory cheers of public gathering in Kolkata after the formation of the United Front Government in 1967. And at the time, while meeting a police chief of Lalbazar, Kolkata, Ashim Roy noticed a row of worried young faces on the second floor of portico, who would be taken for questioning for creating protests and chaos in the state in the name of establishing 'Socialism'. After returning home from there, Ashim Roy rights the story 'Ani'. The story is about that moment, hundreds of educated youth where wasted in the middle class families of West Bengal during the reaction and flood of the Naxalbadi Peasant Movement. The story is also about youths from middle class educated families who are self-centered and who immersed themselves in self-affirmation (jobs, cars, houses, beautiful women). Nevertheless, a class of urbanized middle-class youths, driving by the idea of revolutionary life, jumped into the movement in various cities and prosperous areas of West Bengal with passionate hearts. In Ashim Ray's story 'Ani', such a middle class youth lives up to his extreme end in his attempt to revolutionize the flow of the Naxalite Movement. The entire story is told through Ani's father's analytical mind and his own stream of consciousness. Ani's father's statement reveals, the nature of the selfished & self-centreted beliefs of large sections of the middle class in the city of Kolkata. On the other hand, it is the selfless sacrifice of the youth of this middle class family. In the story, revolutionary Ani alias Anirban Mukherjee's father took to the streets to wage an armed revolution (1948-51) tweeny five years ago. And then as the tide of revolution receded, the ribs of self-denial rose to the bone. So, Ani's father is a dialectical materialist.

The concept is fully aware of the meaning of 'reactive'. He is also well aware of the roots of the middle class people of Kolkata city and the unceasing 'PALKA' existence of people's lives. So, he can neither support nor prevent his son's indoctrination into Naxalite Movement. Because, he knows which 'SLOGAN' gets the blood pumping in the heart and the muscles contracting. The strangeness of Ani and their party's 'SLOGAN' which seem like rhetoric, melodrama, but which Ani's father feels touch the very rootes of Bengal middle-class life. Anirban Mukherjee, an educated youth in the story of 'Ani', feels that a new revolution is happening around, new standards of judgement are being created. In real life, many people make a career in the name of revolution then why is this enormous sacrifice of young people like Ani and his party people? Ani is not willing to listen to this Platitudes and Slogans. He expresses his protest in clear terms— revolution is not a newspaper editorial, not a cocktail party; revolution is death, sacrifice is invitable. Most of the revolutions involved the poor people of the country. But Ani wants to Shoulder the responsibility of waking them up and guiding them.

Discussion

১

ষাটের দশকে গল্পকার অসীম রায়ের আবির্ভাব হঠাৎ করেই। তিনি ছিলেন 'স্টেটসম্যান' পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার। সেই সঙ্গে তিনি 'টাইমস্ অফ্ ইণ্ডিয়া' ও 'অমৃতবাজার' পত্রিকাতেও কাজ করেছেন। সাংবাদিকতার পাশাপাশি তিনি লিখে গেছেন— কবিতা দিয়ে তাঁর সাহিত্য রচনার সূত্রপাত। আর উপন্যাসের মস্ত ক্যানভাস তাঁকে বিক্ষুব্ধ কয়েকটি দশকের অভিজ্ঞতাকে লিপিবদ্ধ করতে সাহায্য করেছে। তৃতীয় পর্বে গল্প। তাঁর আত্মকথন থেকে জানা যায় বাস্তবের এক প্রচণ্ড ধাক্কায় তাঁর কলম থেকে গল্প বেরিয়ে এসেছিল—

> "১৯৬৭ সালে যেবার কংগ্রেস সাধারণ নির্বাচনে হারলে বামপন্থীদের কাছে সে রাতটা কাগজের রিপোর্টার হয়ে কলকাতার পাঁচমাথার মোড়ে বেশ খানিকক্ষণ কাটিয়েছি। চারপাশে প্রকাণ্ড উত্তেজনা কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা প্রকাণ্ড প্রত্যাশা। তার সঙ্গে কীভাবে মিশে গেল আমার কৈশোরান্তে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন। ... ভোরবেলা বাড়ি ফিরে দুদিন বুঁদ হয়ে বসে থাকলাম। ঘটনার ওপরে নয় তিনটি চরিত্রের ওপর আমার প্রথম গল্প 'আরম্ভের রাত'।"[১]

তাঁর এই স্বগতোক্তিতেই স্পষ্ট তিনি সিরিয়াস লেখক। একবার এক যশস্বী ঔপন্যাসিক তাঁর একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'সাসপেন্স' তাঁর লেখার প্রধান উপজীব্য। কিন্তু অসীম রায়ের মতো ক্রিয়েটিভ গদ্য লেখকের পক্ষে তা গ্রাহ্য নয়। 'সাসপেন্স' প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের ক্রাইম থ্রিলারের উপজীব্য, তবে সিরিয়াস লেখকের নয়। সিরিয়াস লেখকের প্রধান বিষয় 'আত্মোপলব্ধি'। এই আত্মোপলব্ধি ছিল বলেই অসীম রায় 'অনি'র মতো একটি গল্প লিখতে পেরেছিলেন। ১৯৬৭ সালে 'এক্ষণ' পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় যেবার 'আরম্ভের রাত' গল্পটি বের হয় তখন পশ্চিমবঙ্গের পরিবেশ ছিল উত্তাল। 'গল্প কেন' - অংশে অসীম রায় জানিয়েছেন, ওই বছর সাধারণ নির্বাচনে রাজ্য বিধানসভার ভোটে কংগ্রেসের পতনের পর যুক্তফ্রন্ট সরকারের সমর্থনকারীদের মিছিল, উল্লাসে কলকাতা ফেটে পড়েছিল। সূত্র থেকেও জানা যায় ১৯৬৭ সালের মার্চ মাসের প্রথম দিনে যুক্তফ্রন্টের উদ্যোগে কলকাতার ময়দানে অভূতপূর্ব জনসমাবেশ হয়। বিজয় উল্লাস প্রকাশিত হয়।[২] সে সময় অসীম রায় কাগজের রিপোর্টারের দায়িত্বে লালবাজারের এক পুলিশ কর্তার সঙ্গে দেখা করবার পর দোতলার বারান্দায় দেখেন দাঁড়িয়ে থাকা সারি সারি উদ্বিগ্ন তরুণের মুখ। কারণ, সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার নামে রাজ্যে বিক্ষোভ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার জন্য তাদেরকে জেরা করার উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হবে। তাদের মুখের সঙ্গে অসীম রায় নিজের মুখটিও দেখতে পান। কেননা, তিনি নিজেও কৈশোরান্তে, যৌবনের প্রাক্কালে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে বিভোর ছিলেন। তারপর বাড়ি ফিরে লেখেন 'অনি' গল্প। ১৯৭১ সালে মার্চ মাসে 'দেশ' পত্রিকায় গল্পটি বের হয়। গল্পের কাহিনি নির্মাণ বিষয়ে অসীম রায় নিজেই গল্পটি সম্পর্কে জানিয়েছেন, ১৯৭১ সালের শুরুতে নকশাল তরুণদের

ওপর পুলিশের নির্যাতনের গল্প এবং এটাই এ-বিষয়ে বাংলার প্রথম গল্প। গল্পটি বেরোনোর পর প্রায় দশ-বারোটা ভাষায় সেটি অনুবাদ হয়। এরপর অসীম রায়ের জনপ্রিয়তা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ''আত্মীয়-স্বজনরা হঠাৎ আবিষ্কার করেন আমি(অসীম রায়) একজন লেখক।''[৩]

২

বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশক নানা ঘটনায় (যেমন— চিনের সঙ্গে যুদ্ধ, পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ, কমিউনিস্ট পার্টির ভাঙন, খাদ্য আন্দোলন, ডাক আন্দোলন, শিক্ষক আন্দোলন, যুক্তফ্রন্ট সরকার, রাষ্ট্রপতি শাসন, নকশাল আন্দোলন প্রভৃতি) একটা উত্তাল সময় ছিল। এর প্রতিক্রিয়া তরুণ যুব সম্প্রদায়, মধ্যবিত্ত, কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণির জনমানসে নানাভাবে পড়েছিল। ষাটের দশকের শেষের দিকে বিশেষ করে নকশালবাড়ি কৃষক আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া ও ভাবপ্লাবনে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবিত্ত পরিবারের শ'য়ে শ'য়ে শিক্ষিত যৌবন অপচিত হয়েছিল। তবে, মধ্যবিত্ত শিক্ষিত তরুণ-যুব সম্প্রদায়ের এই আত্মত্যাগের পাশাপাশি এমন অনেক তরুণ ছিল যারা নিজেদের আত্মপ্রতিষ্ঠায়(চাকরি, গাড়ি, বাড়ি, সুন্দরী নারী) নিমগ্ন রেখেছিল। তথাপি এক শ্রেণির নগরলালিত মধ্যবিত্ত তরুণ-যুব বিপ্লবী জীবন-ভাবনায় তাড়িত হয়ে আবেগসর্বস্ব হৃদয় নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন শহর ও মফস্বল এলাকায় আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। অসীম রায়ের 'অনি' গল্পে এই ধরনের এক মধ্যবিত্ত যুবকের নকশাল-আন্দোলনের প্রবাহে অবগাহন ও বিপ্লব আনবার প্রচেষ্টায় তার চরম পরিণতি উপজীব্য হয়ে উঠেছে। গল্পটির সম্পূর্ণ অংশ অনির পিতার বিশ্লেষণী মন নিয়ে এবং তারই চেতনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে বিবৃত। সেই বিবৃতিতে জানা যায়, শহর কলকাতার মধ্যবিত্তের বৃহৎ অংশের স্বার্থমগ্ন আত্মকেন্দ্রিক বিশ্বাসের স্বরূপটি। অন্যদিকে, এই মধ্যবিত্ত পরিবারেরই তরুণ-যুবদের স্বার্থহীন আত্মত্যাগ। গল্পে বিপ্লবী অনির্বাণ মুখার্জি ওরফে অনির পিতা পঁচিশ বছর আগে সশস্ত্র বিপ্লব (১৯৪৮-'৫১) করতে রাস্তায় নেমেছিল, তারপর বিপ্লবের জোয়ার কেটে যাওয়ায় 'আত্মবঞ্চনার পাঁজরা হাড়গুলো পাঁক ঠেলে উঠে এল।'[৪] তাই অনির পিতা দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী ভাববিক্ষার শব্দ ধারণা 'প্রতিক্রিয়াশীল'-এর অর্থ সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন।[৫] তিনি কলকাতা শহরের মধ্যবিত্ত মানুষ ও মানুষের জীবনের নিরালম্ব পলকা অস্তিত্বের শিকড় সম্পর্কেও যথেষ্ট সচেতন।[৬] তাই তিনি ছেলের নকশাল আন্দোলনের ভাবপ্রবাহে অবগাহনকে সমর্থন করতে পারেন না, আবার রোধ করতেও পারেন না। কারণ তিনি জানেন কোন স্লোগান হৃদয়ে রক্ত সঞ্চার করে, পেশি সংবদ্ধ করে। অনিদের স্লোগানের অদ্ভুত অদ্ভুত কথা, যা আপাতদৃষ্টিতে ভাবের কথা, মেলোড্রামার কথা মনে হলেও অনির পিতার মনে হয়েছে তা বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের অস্তিত্বের শিকড় ধরে নাড়া দেয়। গল্পে ঘটনার বিবৃতিতে জানা যায়, অনি নামক যুবকের সক্রিয় নকশাল কর্মীতে রূপান্তরিত হওয়ার পেছনে কাজ করেছিল পুলিশ ও প্রশাসনের অকারণে নিগৃহীত করবার ঘটনা। অনিদের বাড়ির সামনের বড় রাস্তায় পুলিশের গাড়িতে বোমা পড়ায় একজন পুলিশ মারা যায়। তিন ঘণ্টা পর পুলিশ পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে অনিকেও ধরে নিয়ে গিয়ে পুলিশ লক-আপে তাদের ওপর নির্যাতন চালায়। দুদিন পর বাঁ-হাতের ভাঙা কড়ে আঙুল নিয়ে ফেরত আসে অনি। তাঁর বাবার জ্ঞাপন থেকে জানা যায়, দুই বছর আগে কলেজে পড়া অনির রাফ খাতার পেছনে তিনি লক্ষ করেছিলেন জীবনানন্দ দাশের কবিতার একটি লাইন— 'আমি যে বসিতে চাই বাংলার ঘাসে।'[৭] তিনি ভেবেছিলেন অনি হয়তো এই পথেই তলে তলে এগোচ্ছে। কিন্তু থানার ওসি বন্ধু জানায়— 'ছেলের দিকে একটু নজর-টজর দিস। বাজে দলে মিশছে।'[৮] তারপর রূপসী বাংলার রূপের মতো অনির রুপও পালটে যায়। তার চেঁচিয়ে খোলা হাসি বন্ধ হয়, 'ক্রিকেট-পেটানো' উঠে যায়, মুখ ক্রমশ থমথমে গম্ভীর হয়। এরপর থানা-হাজতে অনির মার খাওয়া তাকে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করে দেয়। তাঁর পিতার কথন থেকে জানা যায়—

> "পাড়ায় বোমা-বিস্ফোরণ এবং সেজন্য অনির হাজতে মার-খাওয়া, তাকে তার পন্থা আঁকড়ে ধরতে আরও উদগ্র করে তুললে। তারপর থেকে সে বাড়ির পাট মিটিয়ে দিল।"[৯]

সে সক্রিয় নকশাল কর্মীতে পরিণত হয়। অনিদের মতো শিক্ষিত তরুণ-যুবদের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সময় চেতনার সম্যক ধারণা নিয়ে প্রাবন্ধিক রণবীর সমাদ্দার তাঁর 'বাংলার বিদ্রোহী যুবছাত্র আন্দোলন : ১৯৬৬-৭০' প্রবন্ধে বলেছেন—

> "মধ্যষাটের ছাত্রযুব আন্দোলন অতীতের থেকে ভেঙ্গে বেরিয়ে এল, রাজনৈতিক অভিভাবকত্ব অস্বীকার করল এবং হয়ে উঠল সমাজের অবাধ্য সন্তান।"[১০]

১৯৬৪ সালের আগে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির একটিমাত্র দল ছিল সি.পি.আই। কিন্তু পার্টির ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট ও ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট —এই মতাদর্শগত কারণে ১৯৬৪ সালে ১২ জুলাই নয়া কমিউনিস্ট পার্টি তৈরি হয়, তা হল সি.পি.আই. (এম)। নতুন কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে ছিলেন ভবানী সেন।[১১] এরপর ১৯৬৯ সালের মে মাসে পার্টি আবারও ভাগ হয়, মূল পার্টি থেকে ব্যবচ্ছিন্ন হয়ে তৈরি হয় সি.পি.আই. (এম এল)। মাসের প্রথম দিনে কানু সান্যাল কলকাতার ময়দানের জনসভায় 'ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেলিনবাদী)' জন্ম ঘোষণা করেন।[১২] এরা ছিল চরমপন্থী এবং এরাই নকশালপন্থী নামে চিহ্নিত। এই পার্টি প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে দু-তিন বছর ধরে বিভিন্ন প্রচার-পুস্তিকার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষিত তরুণ-যুবদের মধ্যে বিপ্লবের উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। এই পার্টির মদতপুষ্ট শিক্ষিত তরুণ-যুবরা তাদের আবেগসর্বস্ব হৃদয় নিয়ে সমাজে বিপ্লব আনবার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে। আজিজুল হক 'নকশালবাড়ি : তিরিশ বছর আগে এবং পরে' গ্রন্থে সে সময়ের যুব সম্প্রদায় ও নকশালবাড়ির দিনগুলি সম্পর্কে লিখেছেন—

> "... আগুন যদি জ্বলে পতঙ্গের সাধ্য কি দূরে থাকে! বিজ্ঞ যতই মাথা ঝাঁকান। এটাই যৌবন, এটাই স্বাভাবিক ছিল সেদিন।... এই সমস্ত যুবকদের আবেগ আর সদিচ্ছার কাছে হার মানল যুক্তি। তাদের সামনে থেকে দূরে সরে গেল দীর্ঘ কাঁটায় ভরা আঁকাবাঁকা পথ। তাঁরা ভুলে গেলেন সাম্রাজ্যবাদীদের অস্তিত্ব। একটাই কথা, একটাই নেশা, একটাই পেশা— 'বিপ্লব'।"[১৩]

'অনি' গল্পে শিক্ষিত তরুণ-যুব অনির্বাণ মুখার্জির মনে হয়, নতুন বিপ্লব ঘটছে চারপাশে, সেখানে তৈরি হচ্ছে বিচারের নতুন মানদণ্ড। কিন্তু বাস্তবিক বিপ্লবের নাম ক'রে অনেকেই যখন নিজের কেরিয়ার করছে তখন অনিদের মতো যুবকদের এই অপরিসীম আত্মত্যাগ কেন? এই বস্তাপচা কথা, এসব স্তোকবাক্য অনি শুনতে রাজি নয়। সে স্পষ্ট ভাষায় তার প্রতিবাদ জানিয়ে দেয়—

> "বিপ্লবটা কি খবরের কাগজে সম্পাদকীয় লেখা কিংবা ককটেল পার্টি? বিপ্লবে মৃত্যু, ত্যাগ অবধারিত।"[১৪]

বেশিরভাগ দেশের গরীব মানুষকে নিয়ে বিপ্লব। কিন্তু তাদের জাগানোর, পথ দেখানোর দায়িত্বটি অনি তার কাঁধে নিতে চায়।

৩

চরিত্রকেন্দ্রিক 'অনি' গল্পের কথক অনির(অনির্বাণ মুখার্জি) পিতা। তাঁর বিশ্লেষণাত্মক মনন ও চেতনার মধ্য দিয়ে গল্পের আগাপিছু বিশ্লেষিত হয়েছে। নকশাল ছেলে অনির মতো তাঁর রক্তের মধ্যেও বিপ্লবের পদধ্বনি রাত-দিন বেজে উঠত পঁচিশ বছর পূর্বে। স্বাধীনতার পর পরই সে-যৌবনে অনির পিতা বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে 'ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়' বলে রাস্তায় নেমেছিলেন। জেলের তালা ভাঙতে মিছিল করেছেন, পুলিশের সঙ্গে মোকাবিলা করেছেন, পড়ে পড়ে মার খেয়েছেন অথচ অন্যদিকে সে সময় নগর কলকাতার সানগ্লাস পরা মেয়েরা মধ্যবিত্তের আত্মমগ্ন স্বরুপ নিয়ে ক্রিকেটখেলা দেখতে ইডেন গার্ডেনের ময়দানে ভিড় জমিয়েছে। মধ্যবিত্তের স্বার্থমগ্ন আত্মকেন্দ্রিক বিশ্বাসের এই স্বরূপটি অনির পিতার ভালো লাগেনি। ১৯৪৮-'৫১ এই সময় পর্বে ভারতবর্ষে সশস্ত্র বিপ্লবের জোয়ার চলে যেতেই অনির পিতার কাছে 'মধ্যবিত্তের আত্মবঞ্চনার পাঁজরা হাড়গুলো পাঁক ঠেলে উঠে এল।'[১৫] যৌবনের উষ্ণ রক্ত-প্রবাহের তোলপাড় শান্ত করে তাঁর এক সহকর্মী দৌড়েছিল অ্যাডভার্টাইজিং ফার্মের বস হতে, আর তিনিও কলকাতা কর্পোরেশনের ডেপুটি মেয়র তাঁর দূর সম্পর্কের এক মামার কাছে চাকরি আদায় করতে গেছিলেন। বিপ্লবী আন্দোলনের প্রয়াসে এরপর দীর্ঘ বাইশ বছর ধরে তিনি 'অনুতপ্ত-সংসারী'। সত্তরের দশকে ছেলের নকশাল পন্থায় বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে তিনি তাঁর যাপিত

জীবন-অতীতের ব্যর্থতা দিয়ে বোঝেন এবং বোঝানোর চেষ্টা করেন 'বাংলাদেশের রেনেসাঁসটা বোগাস (মেকি)।' তাঁর পিতৃত্বের বুভুক্ষা চায় মিথ্যে নবজাগরণের খেলায় শরিক না হয়ে ছেলে অনি তাঁর সঙ্গে একটুক্ষণ বসে থাক। কেননা, বয়স কুড়ির অনি পশ্চিমবঙ্গের বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করায় মধ্যবিত্ত পরিবারে তৈরি হয়েছে কানামাছি খেলার অন্ধকার; যেখানে পিতা সন্তানকে ছুঁতে পারেন না, সন্তান পিতাকে ছুঁতে পারে না। এ শুধু অনির কথা নয়, সত্তর দশকের শুরুতে শহর কলকাতার মধ্যবিত্ত পরিবারের অনেক তরুণ-যুবদের কথা। অনির পিতা তাঁর অতীত জীবনের অভিজ্ঞতা ও বিশ্লেষণী শক্তি দিয়ে পরিণতিবোধের সমর্থন বাচক বাক্য প্রয়োগ করে বিপ্লবের চোখ ধাঁধানো অসমাপ্ত মহত্বের শৌর্য সম্পর্কে অনিদের ওয়াকিবহাল করাতে চান—

> "বয়স অনি, বয়স, রক্ত ফুটছে তোর শরীরে। এই রক্ত-ফোটা সারা দেশের ছেলেগুলোকে আমি পুষব মণ্ডামিঠাই দিয়ে, তারপর যেই রক্তের তোলপাড় শান্ত হয়ে আসবে, ধর, তিরিশ পেরোলেই, তোদের ছেড়ে দেব। তখন তোদের মন বিচার করবে, বুদ্ধি পরখ করবে, কোনো জিনিস মানবার আগে দু'বার ভাববি, ঝাঁপ দেবার আগে তাকাবি, আর জীবনের এই মায়ার অক্টোপাসের শুঁড়ে আবদ্ধ হবি।"[১৬]

কিন্তু এসব কথা বলে তিনি অনিকে ক্ষান্ত করতে পারেননি। বরং নিজের অতীত-বর্তমানের সমর্থনে উত্তেজিতভাবে জ্ঞান দিতে চাইলে অনির কাছ থেকে বারবার ফিরে আসে বক্রোক্তি। যে বক্রোক্তিতে অনির পিতার আত্মপক্ষ সমর্থক বাচন বারবার বিধ্বস্ত ও বিদ্ধ হয়। স্বার্থমগ্ন আত্মকেন্দ্রিক মধ্যবিত্তের মতো অনির পিতা ছেলের ব্যক্তিগত নিষ্কৃতির কথা ভাবে। নিরাপত্তা ও ভবিষ্যৎ চিন্তায় তাঁর প্রতিক্রিয়াশীল আত্মজিজ্ঞাসু মন বলে ওঠে—

> "ছেলেটাকে যখন টেনে বুড়ো বানানো যাবে না, তখন বিলেতে পাঠানো যায় না, অন্তত দিল্লি, বম্বে কিংবা আহমেদাবাদ?"[১৭]

বিলাতে নয়, অনির পিতা তাঁর স্টেশন মাস্টার এক জ্যাঠার কাছে চিঠি লিখে অনিকে বিহার বর্ডারের রূপনারায়ণপুরে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু একঘেয়ে, নির্জন, কর্মহীন সে জায়গা থেকে দ্রুত অনির মতো বিপ্লবীর প্রত্যাবর্তন স্বাভাবিক ছিল। অনি বাড়িতে ফিরলে পুলিশের ভয়ে, অন্য পার্টির লোকেদের ভয়ে পিতার রক্ষণশীল মন ছেলের নিরাপত্তায় অস্থির হয়ে ওঠে। তিনি তাকে দিল্লি পাঠিয়ে দেবার কথা ভাবেন। অনিও অনুভব করে তাকে নিয়ে পিতার যাবতীয় অস্থিরতা ও সহানুভূতির কথা। কিন্তু সে জানে পার্টির কাজে এতদূর এগিয়ে গিয়ে কমজোর হয়ে পড়লে তার সহকর্মীরা তাকে ছেড়ে দেবে না। এরপর অনি বাড়ি থেকে চলে যাবার পর আর ফিরে আসে না। অনির পিতার পিতৃত্বের বুভুক্ষা একমাত্র সন্তানের প্রেমে দুঃখ-ভারাক্রান্ত হয়। এই অবস্থায় অন্যান্য মধ্যবিত্ত পিতার মতো মদ পান করে তিনি দুঃখ ভোলাতে চাননি—

> "মাল খেয়ে দুঃখ ভুলে থাকার ন্যাকামিতে আমার গা ঘিনঘিন করে।"[১৮]

এদিকে ছেলের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য পিতার অভিভাবক হওয়ার দায়িত্ব সম্পর্কে অনেকে অনেকরকম জ্ঞান দেয়, কিন্তু অনির পিতাকে তা স্পর্শ করে না। তিনি জানেন, যে ভবিষ্যৎ অনিবর্তনীয় নিয়তির মতো সেখান থেকে পালানো যায় না। মধ্যবিত্তের পলায়নবাদী মনোভাব অনির পিতার মধ্যে ছিল না। এক হিতাকাঙ্ক্ষী অনির মঙ্গলার্থে পুলিশে ধরিয়ে দিয়ে প্রাণ বাঁচানোর কথা বললে অনির পিতা জানিয়ে দেন— 'আমি সেই পলায়ন চাই না।' তাছাড়াও পুত্রের স্পন্দিত বিপ্লবী ভাবনার দ্বারা প্রতীক্ষিপ্ত হয়ে পিতার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ভাবনাজগতের মধ্যেও পরিবর্তন আসে। গল্পের শেষের দিকে পুত্রের রাজনৈতিক বিশ্বাসে দ্বারা সম্পৃক্ত হয়ে পিতা উচ্চারণ করেন—

> "... এই অসি হাতে বাঙালি তরুণ তো আমাদেরই উত্তরাধিকার। যারা আজ নেই, সেই অসংখ্য তরুণদের বিজয়কেতন তো আজ অনিদের হাতে।"[১৯]

এরপর বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে ভবিষ্যৎ অনিবর্তনীয় নিয়তির মতো এক ভোরে অনির পিতা পুলিশের ফোন পায়। মর্গ থেকে অনির দেহ খালাস করার অনুমতি দিয়েছে পুলিশ। অনির পিতা অনির এই ভবিষ্যতের জন্য তৈরিই ছিলেন। যে কারণে ফোন তুলে কথা বলার সময় তাঁর গলা কাঁপেনি। অনির এই মৃত্যুতে অনির পিতার সমস্ত স্বপ্ন, রাজনৈতিক আদর্শ ধুলোয় মিশে যায়—

> "কারণ এ তো অনির মৃত্যু না, এ আমার সমাজবাদ স্বপ্ন দেখার মৃত্যু, আমার লেনিন, স্তালিন, মাও-সে-তুংয়ের মৃত্যু।"[২০]

নকশাল আন্দোলন ও আন্দোলনের ভাবপ্লাবনে অংশগ্রহণকারী তরুণ-যুব সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যে অনেক গল্প লেখা হয়েছে। এর অনেক গল্পে বাঙালি মায়ের উজ্জ্বল ভূমিকাও চিত্রিত হয়েছে নানা দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। সমরেশ বসুর 'বিবেক' গল্পে চারুবাদের সমর্থনে গ্রামে গিয়ে শ্রেণীশত্রু খতমের রাজনীতিতে কমরেড বিভূতির হাতে সন্দেহবশত নিহত হয় ফেরিওয়ালা গোপালদা। এরপর লক্ষিত হয় গোপালদার স্ত্রী কুসুমদির তার সন্তানদের নিয়ে বেশ্যাবৃত্তির কঠিন জীবন। হীরালাল চক্রবর্তীর 'চিহ্ন' গল্পে নকশাল স্বামীর মৃত্যুর পর এক বিধবা মা তার সন্তানের মধ্য দিয়ে তিল তিল করে সত্যকে(স্বামীর আদর্শকে) গড়ে তুলতে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। মিহির আচার্যের 'মা' গল্পের মা ছেলে অজয়ের রাজনীতি করাতে খুশি। তাঁর মনে হয়,

> "সবাই নিজের সংসার নিয়ে ব্যস্ত থাকলে দেশের মানুষের কথা কে ভাববে? বাঁচা মানে তো স্বার্থপরতা নয়, অন্যের জন্যে বাঁচা।"[২১]

অন্যদিকে মিহির ভট্টাচার্যের 'বাল্মীকির মা' গল্পের মা ছেলে রতুকে সত্তরের দশকের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে পুরাণের দস্যু রত্নাকর না হয়ে বাল্মীকির মতো জীবনে ফিরে আসতে বলেছে। আলোচ্য অসীম রায়ের 'অনি' গল্পের মা (নীহার) বাঙালি মায়ের অনাবিল অফুরন্ত ধারার স্নেহ নিয়ে উপস্থিত। অনির পিতা অনি ও তার মায়ের সম্পর্কসূত্রকে যেভাবেই বিশ্লেষণ করেছেন তাতে তাদের মধ্যে রক্তমাংসের একটা প্রচণ্ড টান ধরা পড়ে। নকশাল আন্দোলনে অংশগ্রহণ করবার পর অনি বাড়ির পাট প্রায় মিটিয়ে দিয়ে হঠাৎ হঠাৎ আবির্ভাব হতো আর মার সঙ্গে দেখা করেই চলে যেত। চারিদিকে যখন শ্রেণীশত্রুর দল, হিংসা, হননে অনেক তরুণ-যুবদের মন ক্ষতবিক্ষত, বিপর্যস্ত তখন এই তরুণ যুবদের মধ্য থেকে অনিদের মতো কিছু যুবক মায়ের কাছে এসে মাতৃস্নেহের এক অনাবিল শান্তিবোধ করত। মায়ের সঙ্গে অনির সম্পর্কের যে প্রত্যক্ষ জীবন্ত রূপ ছিল, তা তার বাবার সঙ্গে ছিল না। অনির মা অনিকে বকতেন, গালি দিতেন, আবার বুকে জাপটে আদরও করতেন। অনির বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে অনির বাবার মতো তার মায়েরও ভবিষ্যৎ অনিবর্তনীয় নিয়তির পরিণাম জানা ছিল। দুই মাস আগে অনিদের বাড়ির সামনের বড় রাস্তায় পুলিশের গাড়িতে বোমা পড়ার ঘটনায় পুলিশ সন্দেহবশত অনিকে জেলে ধরে নিয়ে গিয়ে প্রহার করলে তখন থেকেই অনির মা স্নায়ুরোগে আক্রান্ত হন। একজন মা তাঁর যাবতীয় সমস্যা, অসুবিধে, অসুখকে অবদমিত করে সন্তানকে বাৎসল্য স্নেহ-প্রেমের রসাগারে সিক্ত ও স্নিগ্ধ করতে চান। এই গল্পে অনির মাতা তাঁর ব্যক্তিগত স্নায়ুর অসুখকে অবদমিত করে সন্তানের নিরাপত্তার ভয়কে সন্তানের সম্মুখে উড়িয়ে দিয়ে তার সঙ্গে কখনও কখনও ঠাট্টা-মশকরাতে শরিক হতেন। আর অনির পিতা তাঁর ভাবনাচিন্তার বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মা ও ছেলের সম্পর্কসূত্রকে বুঝবার চেষ্টা করে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে বসে থাকেন—

> "মেয়েদের এই প্রত্যক্ষ শারীরিক সম্পর্কের ভেতর দিয়ে সমস্ত প্রশ্নের সমাধান খুঁজবার চেষ্টা আমি পাশের ঘরে বসে বসে বুঝবার চেষ্টা করতাম আমার ব্যর্থ মনোরথে।"[২২]

পশ্চিমবঙ্গের সত্তরের দশকের বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের বাস্তবতা চিত্রিত হয়েছে অসীম রায়ের 'অনি' গল্পে। সে সময় কলকাতা শহরের মধ্যবিত্ত পরিবারের অনেক তরুণ-যুব সমাজে রেনেসাঁস সৃষ্টি করতে রাস্তায় নেমেছিল। রাশিয়া এবং চিনে স্বৈরাচারী শাসন, বস্তাপচা পুরনো নিয়ম-কানুনের অবসান ঘটিয়ে শ্রমিক ও কৃষকদের নিয়ে মার্কস, লেনিন, স্ট্যালিন, মাও-সে-তুং যেভাবে রেনেসাঁস বা বিপ্লব এনেছিল, পশ্চিমবঙ্গের তরুণ-যুবরা সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা ও কংগ্রেস সরকারের সৈরতন্ত্রের উৎসাদন ঘটিয়ে সত্তরের দশককে 'মুক্তির দশকে' পরিণত করার আন্দোলনে পথে নেমেছিল। আর তাদের অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছিল উত্তরের নকশাল আন্দোলনে কৃষকদের সাহসী কর্মসূচি ও পদক্ষেপ। 'অনি' গল্পে বয়স কুড়ির অনির্বাণ মুখার্জি 'নকশাল' বলে চিহ্নিত। ১৯৬৯ সালে মে মাসে সি.পি.আই. (এম) থেকে সরে এসে সি.পি.আই (এম এল) রাজনৈতিক ভাবে নকশালবাড়ির কৃষক আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যে 'বিপ্লবী যুব মোর্চা' গঠন করেছিল অনি সেই দলের লোক। চারু মজুমদার, কানু সান্যাল প্রমুখ রাজনৈতিক নেতৃবর্গ বিভিন্ন প্রচার-পুস্তিকার উদ্দীপক বিশ্লেষণের মাধ্যমে আবেগ সর্বস্ব তরুণদের হৃদয়ে এমন প্রভাব সৃষ্টি করেছিল যে, তারা বিশ্বাস

করতে শুরু করেছিল সমগ্র দেশের অধিকাংশ মানুষ শ্রেণিশোষণ লাঞ্ছিত বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত। গল্পে অনির্বাণ মুখার্জির বক্তব্য—

> "নতুন বিপ্লব ঘটছে চারপাশে, সেখানে তৈরি হচ্ছে বিচারের নতুন মানদণ্ড।"[২৩]

অন্যদিকে অনির পিতা তাঁর বিগত জীবনের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও বিশ্লেষণী প্রতিক্রিয়াশীল মন নিয়ে প্রচার-পুস্তিকার হৃদয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী বক্তব্য ও বাস্তবের অসঙ্গতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। মার্কস, লেনিন, স্তালিন, মাও-সে-তুংয়ের বিপ্লবী কর্মকাণ্ড পুস্তিকা ও পত্রিকায় উল্লেখ করে দেশের তরুণদের উদ্দীপিত করা কথাগুলো ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে অনির পিতার কাছে মনে হয়েছে 'আপ্তবাক্য'—

> "কিন্তু ওগুলো তো সব আপ্তবাক্য। সব ধরে নেওয়া হয়েছে। ধরে নেওয়া হয়েছে, আমাদের দেশের আপামর জনসাধারণ জেগে উঠেছে, গ্রামে, গ্রামে, ক্ষেত, খামারে চাষির মনে শ্রেণিঘৃণা উদ্দীপ্ত। আসলে কি জানিস, তোরা তোদের মনের মাধুরী দিয়ে তোদের ভুবন সৃষ্টি করছিস, কিন্তু বিপ্লব বস্তুভিত্তিক, বাস্তব অবস্থার ওপর বিপ্লব দাঁড়ায়।"[২৪]

মধ্যবিত্তের পলকা অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন অনির পিতা তাঁর অভিজ্ঞতায় দেখেছেন বিপ্লবের নাম করে অনেকেই নিজের ক্যারিয়ার করে, তখন অনিদের বিপ্লবের জন্য অপরিসীম আত্মত্যাগের কারণ জানতে চাইলে অনি পিতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়। পিতার কথাগুলো তার কাছে 'বস্তাপচা কথা', 'স্তোকবাক্য' বলে মনে হয়। সে এসব কথা শুনতে নারাজ, সে তার পিতার কথাগুলো এক কান দিয়ে ঢুকিয়ে আর এক কান দিয়ে বার করে দেয়। সে মনে করে বিপ্লবে মৃত্যু, ত্যাগ অবধারিত। পিতাকে প্রতিপক্ষের আসনে দাঁড় করিয়ে পিতার আত্মপক্ষ সমর্থন বাচনকে সে বিধ্বস্ত ও বিদ্ধ করে কখনও মৌন দৃষ্টিতে, কখনও ব্যঙ্গের হাসি ফুটিয়ে, কখনোবা স্পষ্ট সংলাপ উচ্চারণ করে। সে পিতার পূর্ব জীবনের বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সংকীর্ণতাকে উল্লেখ করে তাদের প্রতিস্পর্ধী আন্দোলনের সর্বব্যাপী রূপের সঞ্চালনের কথা বলে—

> "তোমাদের উনিশ'শ আটচল্লিশটা— যখন তোমরা সশস্ত্র বিপ্লব করতে রাস্তায় নেমেছিলে— আর আজকের মধ্যে অনেক ফারাক। তখন তোমাদের পেছনে কেউ ছিল না, আর এখন সমস্ত পৃথিবীর মেহনতী মানুষ আমাদের পেছনে।"[২৫]

অনির কাছে তার বাবা আর পলিটিক্যাল এলিমেন্ট নয়। তাছাড়া সে মনে করে তার বাবারা যে পথে সশস্ত্র বিপ্লব সৃষ্টি করতে পথে নেমেছিল সে পথে মিনিস্টার হওয়া যায় কিন্তু বিপ্লব আসে না। আর অনিরা দেশের গরিব মানুষকে নিয়ে বিপ্লব সৃষ্টি করতে পথে নেমেছে। অনিদের এই বিপ্লবের পথকে অনির পিতার মনে হয়, তা 'মেড-ইন-বেঙ্গল' ছাড়া কিছু নয়। নিজের অতীত বর্তমানের সমর্থনে উত্তেজিতভাবে জ্ঞান দিয়ে তিনি ছেলেকে বোঝান যে তারা ব্যক্তিগত খুনের মাধ্যমে যেভাবে বিপ্লব সংঘটিত করতে চায় তাতে বিপ্লব আসে না। গল্পে অনির পিতার বিবৃতিতে ব্যক্তিগত এই খুনোখুনির বাস্তবতার বিবরণও দিয়েছেন গল্পকার—

> "আমারই বাড়ির ওপর আমারই রাজনৈতিক দলের আক্রমণ। যে দলের (অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি) পতাকার তলায় আমার যৌবনকে দাঁড় করিয়ে একদা রাজপথে নেমেছিলাম, এমনকি এখনও পুরাতন বন্ধুত্বের সূত্রে যে দলের সঙ্গে আমি আষ্টেপৃষ্ঠে যুক্ত, সেই দলের ছেলেরা গত মঙ্গলবার সন্ধেবেলা এল অনির খোঁজে। তাদের হাতে লাঠি, লোহার রড, দা, ছোরা, পাইপ-গান।"[২৬]

অনির পিতা সেদিন হতভম্ব হয়েছিলেন, এই অদ্ভুত মেলোড্রামার জন্য তিনি তৈরি ছিলেন না। তিনি জানেন পৃথিবীর কোনও দেশে— রাশিয়া, চিন, কিউবা, ভিয়েৎনাম কোথাও ব্যক্তিগত খুনের মাধ্যমে বিপ্লব ত্বরান্বিত হয়নি। কিন্তু তবুও তিনি তার ছেলেকে ক্ষান্ত করতে পারেননি। এর প্রতিপক্ষে অনির কাছ থেকে বারবার ফিরে আসে একটা বক্রোক্তি। অনির পিতা ভাবেন, দুই বছর আগে কলেজে পড়া অনির রাফ খাতার পেছনে জীবনানন্দ দাশের 'রূপসী বাংলা'র কবিতার লাইন 'আমি যে বসিতে চাই বাংলার ঘাসে' দেখে তিনি আশ্বস্ত হয়েছিলেন। কিন্তু গত দুই বছরে রূপসী বাংলার রূপের মতো অনির স্বভাব-চরিত্রও পাল্টে যায়— অনির চেঁচিয়ে খোলা হাসি বন্ধ হয়, ক্রিকেট-পেটানো উঠে যায়, অনি গম্ভীর হয়, কখনও আয়তচোখে চুপ করে চেয়ে থাকে। আবার হঠাৎ হঠাৎ বাড়িতে এসে উধাও হয়ে যায়। সন্তানের প্রতি পিতৃত্বের দায়িত্ববোধে অনির পিতা একসময় শ্রেণীশত্রুর হাত থেকে বাঁচাতে অনিকে দিল্লি পাঠিয়ে দেবার কথা

ভাবে। কিন্তু অনি জানে তার বাবার এই চেষ্টা বৃথা। তাদের দলের সুগত মৃত্যুকে বরণ করে যেভাবে মৃত্যুঞ্জয়ী হয়েছে, নিজের ভবিষ্যৎ মৃত্যুর অনিবার্যতা সম্পর্কেও সে নিঃসংশয়। যথার্থই জীবনের মায়া ত্যাগ করে সে বিপ্লবের কাজে নিজেকে উৎসর্গ করেছে। আর যে পথে সে এগিয়েছে সেখান থেকে ফেরা যায় না। যে কারণে তার বাবাকে সে বলে—

> "তুমি আমাকে বাঁচাতে পারবে না বাবা। রাস্তায় দেখলে পুলিশ গুলি মারবে, বাড়িতে এলে অন্য পার্টির লোক চড়াও হয়ে মারবে। আর যদি চাকরি-বাকরি করব ভাবি, তাহলে আমার বন্ধুরা ছেড়ে দেবে না।"[২৭]

এরপর বাড়ি থেকে চলে গিয়ে অনি আর ফিরে আসেনি। খুব কাছ থেকে তাকে পুলিশ গুলি করে মেরেছিল। সত্তরের দশকের বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত যুবক অনির্বাণ মুখার্জির মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অনির পিতার সমাজবাদের স্বপ্ন দেখারও মৃত্যু হয়—'আমার লেনিন, স্তালিন, মাও-সে-তুংয়ের মৃত্যু।'

৪

অসীম রায়ের 'অনি' গল্পটি উত্তম পুরুষে একজন পিতার রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিবৃত। তবে, উত্তম পুরুষ 'আমি'/'আমার'/'আমরা' সবসময় শুধু পিতা এবং তাঁর রাজনৈতিক জীবন ও চিন্তাকে নির্দেশ করেনি, কখনও কখনও পুত্র ও তাদের রাজনৈতিক দলকেও গল্পকার 'আমি'/'আমার'/'আমরা' হিসেবে দেখিয়েছেন। যেমন, পিতার জবানিতে উত্তম পুরুষের একবচনের বর্ণনায় পাওয়া যায়— 'আমি আতঙ্কে আমার ছেলের দিকে চেয়ে থাকি'[২৮]; বহুবচনের বর্ণনায় পাওয়া যায়—

> "সত্যিই দেশ স্বাধীন হবার পর যখন আমরা রাস্তায় নেমেছিলাম 'ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়' বলে...,"[২৯]

অন্যদিকে পুত্রের জবানিতে উত্তম পুরুষের একবচনের বর্ণনায় পাওয়া যায়—

> "আসলে আমি কাওয়ার্ড। আমাদের দরকার আজ মৃত্যুঞ্জয়ী হওয়া সুগতর (অনির দলের বিপ্লবী) মতো। আমি তা পারছি না',[৩০] আর বহুবচনের বর্ণনায় পাওয়া যায়— 'আমরা যুদ্ধ শুরু করেছি, শেষ করব।"[৩১]

আবার গল্পকার ঘটনার বিবরণে পিতা এবং পুত্র উভয়ের সংলাপে মধ্যম পুরুষ 'তুই'/ 'তোরা'/ 'তোদের'/ 'তুমি'/ 'তোমরা'/ 'তোমাদের' — কেও নিয়ে এসে বাক্য গঠন করে গল্পের নির্মাণ করেছেন। পুত্রের সংলাপে মধ্যম পুরুষের একবচনে পিতা নির্দেশিত হয়েছে এভাবে— 'তুমি যা শিখেছ বাবা, সেগুলো ভুলে যাও'[৩২], আর পিতার উদ্দেশ্যে মধ্যম পুরুষের বহুবাচনাত্মক বাক্য— "তোমরা যে-পথে গিয়েছিলে, সে-পথে তো দেখলে, সে-পথে খালি মিনিস্টার হওয়া যায়, বিপ্লব আসে না।"[৩৩] অন্যদিকে পিতার মুখের কথনে মধ্যম পুরুষের একবচনে পুত্রের উদ্দেশ্যে বলা কথা—"তোর সর্দিটা সেরেছে?"[৩৪] আর মধ্যম পুরুষের বহুবচনে পুত্র ও তার রাজনৈতিক দলের আত্ম-বলিদান বিষয়ে স্বার্থমগ্ন সতর্কতামূলক বাক্য—'বাস্তবিক, বিপ্লবের নাম ক'রে সবাই যখন নিজের কেরিয়ার করছে, তখন তোদের অপরিসীম আত্মত্যাগ...।'[৩৫] উত্তম পুরুষ ও মধ্যম পুরুষ ছাড়াও গল্পকার গল্পের বিবরণে প্রথম পুরুষের বাচন সামান্য হলেও তুলে ধরেছেন। যেমন অনির মৃত্যুর পর অনির পিতার অস্ত্র বিশেষজ্ঞ সংঙ্গীটিকে 'তিনি' সম্বোধন করে বলা হয়েছে। অর্থাৎ এই তিন পুরুষের আশ্চর্য সংযোগের মধ্য দিয়ে গল্পের নির্মাণে অসীম রায় এক মিশ্র রীতি অবলম্বন করেছেন। তবে তা গল্পের গতিবেগকে কোথাও ক্ষুণ্ণ করেনি বা গল্প পাঠে গল্পের ভাবধারা কোথাও তিল পরিমাণ খাপছাড়া মনে হয়নি। ঘটনার প্রতিবেশ অনুযায়ী চরিত্রের বাস্তবতাকে তুলে ধরতে তিনি সে অনুযায়ী ভাষা(তুই, তোরা, তুমি, তোমাদের) প্রয়োগ করেছেন।

খবরের কাগজের রিপোর্টার অসীম রায়ের হাতে কলম তুলে দিয়েছিল 'সময়'। আর তাঁর কমিটমেন্ট ছিল সাহিত্যের প্রতি। গল্প রচনাকে তিনি নিছক বিনোদন মনে করতেন না। কবি বিষ্ণু দে তাঁর 'এলোমেলো জীবন ও শিল্পসাহিত্য' নামক প্রবন্ধে অসীম রায়ের লেখার মূল কৃতিত্ব সম্পর্কে বলতে গিয়ে 'সীরিয়সনেস' -এর কথা উল্লেখ করেছেন। 'অনি' গল্পের মধ্যেও অসীম রায় সিরিয়াস লেখক; নিরাভরণ ও পরিশীলিত ভাষার মধ্য দিয়ে ষাট-সত্তর দশকের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের জটিলতা ও সত্যকে ধরতে চেয়েছেন। ফলে চারপাশের চলমান জগত জীবন্ত হয়ে উঠেছে তাঁর এই গল্পের মধ্যে। অসীম রায় নিজেই লিখেছিলেন—

"গল্পের ভাষা বোধহয় যত নিরাভরণ কম কাব্যগন্ধী হয় ততোই তা বর্তমানের জটিল বাস্তবকে ধরার পক্ষে উপযুক্ত। অনেক সময় ভাষার এক্সপেরিমেন্টের খেলায় সত্য তলিয়ে যায়; ম্যানারিজমের কুহকে চরিত্রের অবয়ব অস্পষ্ট হয়ে পড়ে। আর সত্যকে ধরার প্রাণপণ চেষ্টাই তো লেখকের আত্মবিকাশের একমাত্র পথ।"[৩৬]

Reference :

১. রায়, অসীম, গল্পসমগ্র, আগস্ট ২০১৭, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, পৃ. ১৫
২. হাজরা, নীরদবরণ, কলকাতা ইতিহাসের দিনলিপি (অখণ্ড সংস্করণ- কলকাতার পাঁচশ বছরের কালানুক্রমিক দিনলিপি), এপ্রিল ১৯৯৫, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তকপর্ষৎ, কলকাতা ১৩, পৃ. ৯৯
৩. রায়, অসীম, গল্পসমগ্র, আগস্ট ২০১৭, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, পৃ. ১৫
৪. রায়, অসীম, গল্পসমগ্র, আগস্ট ২০১৭, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, পৃ. ৮৩
৫. দাস, অরূপকুমার, ষাট ও সত্তর দশকের রাজনীতির প্রেক্ষাপটে বাংলা কথাসাহিত্য, অক্টোবর ২০১২, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা ০৯, পৃ. ৩২৩
৬. ঐ, পৃ. ৩২৩
৭. রায়, অসীম, গল্পসমগ্র, আগস্ট ২০১৭, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, পৃ. ৮৪
৮. ঐ
৯. ঐ
১০. আচার্য, অনিল, (সম্পাদনা), সত্তর দশক (তৃতীয় খণ্ড), জানুয়ারি ২০১২, অনুষ্টুপ, কলকাতা ০৯, পৃ. ১৫৯
১১. হাজরা, নীরদবরণ, কলকাতা ইতিহাসের দিনলিপি (অখণ্ড সংস্করণ-কলকাতার পাঁচশ বছরের কালানুক্রমিক দিনলিপি), এপ্রিল ১৯৯৫, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তকপর্ষৎ, কলকাতা ১৩, পৃ. ৯২
১২. ঐ, পৃ. ১০৮
১৩. হক, আজিজুল, নকশালবাড়ি : তিরিশ বছর আগে এবং পরে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ০৯, পৃ. ১৯৮
১৪. রায়, অসীম, গল্পসমগ্র, আগস্ট ২০১৭, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, পৃ. ৮২
১৫. ঐ, পৃ. ৮৩
১৬. ঐ, পৃ. ৭৯
১৭. ঐ, পৃ. ৮০
১৮. ঐ, পৃ. ৮৫
১৯. ঐ, পৃ. ৮৬
২০. ঐ, পৃ. ৮৬
২১. বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থপ্রতিম, ও সাধন চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদনা), প্রতিবাদের গল্প : নকশালবাড়ি, জানুয়ারি ২০১৮, রেডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা ০৯, পৃ. ৫৫
২২. রায়, অসীম, গল্পসমগ্র, আগস্ট ২০১৭, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, পৃ. ৮৪
২৩. ঐ, পৃ. ৮১
২৪. ঐ, পৃ. ৮১-৮২
২৫. ঐ, পৃ. ৭৯
২৬. ঐ, পৃ. ৮৪
২৭. ঐ, পৃ. ৮৫
২৮. ঐ, পৃ. ৭৯